দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

35

৩৩ হাজার গ্রামে কোন বিদ্যালয় নেই

নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিস: প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন পাস এবং দেশের প্রত্যেকটি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ঘটা করে কর্মসূচী নেয়া হলেও দুই বছরের মাথায় এর তেমন কোন সুফল দেখা যাচ্ছে না। সরকারী হিসাব থেকেই যেসব তথ্য বেরিয়ে আসে তা রীতিমত হতাশাব্যঞ্জক। হিসাব অনুযায়ী দেশের ৩৩ হাজার ৬শ' ৫০টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এখনও ৩৫ লাখ বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া গত ২২ বছরে বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হয়েছে মাত্র ১৭০৬টি।

দেশে ৬৪টি জেলায় গ্রাম রয়েছে ৮৫ হাজার ৬শ' ৫০টি। আর সরকারী বেসরকারী মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২ হাজার। অর্থাৎ ৩৩ হাজার ৬শ' ৫০টি গ্রামে এখনও কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৭শ' ৬টি। আর বেসরকারী ১৪ হাজার ৩শ'টি।

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অপ্রতুল হলেও বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা বাড়ছেই। সরকারী জরিপ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিশু রয়েছে পৌনে দু'কোটি। আর একই বয়সে পাঠশালায় যাচ্ছে ১ কোটি ৪০ লাখ। সে হিসাবে এখনও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ৩৫ লাখ।

১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়ার পর ১৯৯২ সালে ৬৮টি থানায় এবং ১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে ঘটা করে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু হয়। পাশাপাশি যে সমস্ত বিদ্যালয় রয়েছে তাতে আসবাবপত্র এবং শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতাও কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান বাধা। বর্তমানে গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ২শ' ৭০ জন করে ছাত্র এবং ৩ জন করে শিক্ষক রয়েছেন। অর্থাৎ ১ জন শিক্ষককে পড়াতে হয় গড়ে প্রায় ৯০ জন ছাত্রকে। তবে এদিক দিয়ে আলাদা হিসাব করলে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা একান্তই নাজুক। আর গত ক'বছর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণও বন্ধ রয়েছে। এতে সঙ্কট আরও বাড়ছে। তবে জানা গেছে সরকারীকরণের পরিবর্তে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হচ্ছে। এখন প্রায় ৭ হাজার বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায়। অন্য আরও তথ্যে জানা গেছে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত ২২ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ হয়েছে মাত্র ১৭০৬টি। '৭২ সালে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৩৬ হাজার।